প্রতিবিম্বে মুখ

Agatha Christie

প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬১, অগস্ট ১৯৫৪

প্রতিবিম্বে মুখ

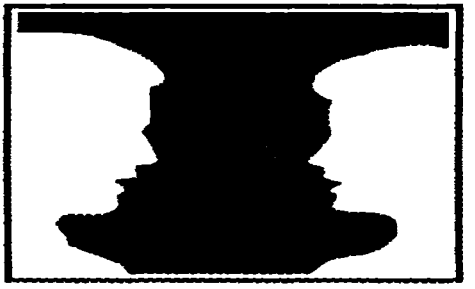

আজ অনেকদিন বাদে নিজেকে আবার নতুন করে খুঁজে পাচ্ছিলেন মিস্টার স্যাটারথওয়েট। বেশ লাগছিল তার নিজের কাছে আজকের এই মুহূর্তের সান্ধ্য ভ্রমণ। একদিন এই মনোহর উদ্যানই ছিল তার যৌবনের আনন্দ নিকেতন। কত কথা, কত স্মৃতি, কত মুখ, মনে পড়ে যায়। দুধারে পরিচিত সেই সব রডরেনডন ফুলের গাছ। বাতাসে সুরভিত গন্ধ নতুন করে মাদকতা আনে যেন মিস্টার স্যাটারথওয়েটের মনে। ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক পুরনো গন্ধ অনুভব করলেন। প্রথমে দাঁড়ালেন খানিক। তারপর রডরেনডন গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে করতে চাইলেন নিজেকে।

এই উদ্যান সংলগ্ন ছোট রেস্তোঁরাতেই একদিন তার কত সময় না কেটেছে। টেবিল জুড়ে অসংখ্য রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে সেদিন বসে থাকতেন যুবক স্যাটারথওয়েট। ভাবতে গিয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠলো পরিচিত আলোময় 'ব্লুবেল'-এর কথা। আনমনে পা চালাতে থাকলেন সেদিকে। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। চোখের ওপর তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তার হারানো অতীতকে।

কাঁচের দরজা ঠেলে এক ঝলক চোখ বোলালেন মিস্টার স্যাটারথওয়েট। পরিচিত কাউকে চোখে পড়ে কি? সরাসরি টেবিলগুলোর ওপর দিয়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরার মতো দৃষ্টি ধীরে ধীরে সরে যায়, একসময়ে থমকে যান মিস্টার স্যাটারওয়েট। চোখের কোলে টান ধরে। বিস্ময়ে কুঞ্চিত হয় তার প্রশস্ত ললাট।

দৃষ্টি তার কোণের দিকে একটি টেবিলের ওপর নিবদ্ধ। টেবিলের দুই প্রান্তে বসে আছে ওরা দুজনে। ওদের সম্পূর্ণ ভাবে দেখা যাচ্ছে না। পাশ থেকে কিছুটা কেটে যাওয়া ছবির মতো দেখতে পাচ্ছিলেন স্যাটারথওয়েট। তাকিয়েছিলেন একভাবে। এ তিনি কাকে দেখছেন। দৃষ্টিতে তার বিস্ময় বোধ মানছিল না। এইতো সে,— সেই মেয়ে, সেই সুন্দরী গিলিয়ান ওয়েস্ট। চিনতে ভুল হয়নি স্যাটারথওয়েটের। ভুল হবে কি করে—এমন রূপেব মেয়েতো বড় একটা চোখে পড়ে না। কি সাধারণ, অথচ কি অসাধারণ তার দেহের তৈলাক্ত লাবণ্য—এত লাবণ্য এক নারীর মধ্যে থাকা কি করে সম্ভব। স্যাটারথওয়েট নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ওরা দুজনে কোন গভীর মুহূর্তের মধ্যে ডুবে আছে বলে মনে হয়। গিলিয়ানের মুখোমুখি যে তৃতীয় যুবকটি বসে আছে, সে নিশ্চয়ই সেদিনের দেখা সেই যুবক। গিলিয়ানের কাছে স্যারাটথওয়েট শুনেছিল ওই যুবকের নাম—বার্নিশ।

হ্যাঁ, বার্নিস'ই-তো, ভুল হয়নি স্যাটারথওয়েটের। মুহূর্ত্তে বুকের মধ্যে কে যেন অজান্তে ঝিলিক দিয়ে যায়। মনে পড়ে গিলয়ানকে দেখা সেই প্রথম দিনটার কথা!

সেদিন স্যাটারথওয়েট একাই গিয়েছিলেন অপেরায়। নামী এক সংগীত দলের সংগীত পরিবেশনের অনুষ্ঠান ছিল সেদিন। স্যাটারথওয়েট সংগীত-প্রিয় মানুষ। ব্যালকানিতে নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে একা একা তার ভাল লাগছিল না। সঙ্গী খুঁজছিলেন। জুটেও গেল। সময় মতো মিঃ কুইনকে চোকের ওপর পাকড়াও করে বসলেন স্যাটারথওয়েট। মিঃ কুইনও এসেছিলেন সেদিনের জমজমাট সংগীত আসরে। লোকটা সংগীত প্রিয়, এই কথা ভেবেই স্যাটাবথওয়েট ডাক দিলেন তাকে। তারপর দুজনে মিলে শুরু করলেন বাক্যালাপ। কথার কি শেষ আছে। মিষ্টার কুইন একজন রসিক মানুষ। তার কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি কিছুটা কৌতুকময়। স্যারাটথওয়েটের বেশ লাগছিল। এক সময় ওরা দুজনেই পরস্পরকে আবিস্কার করলেন অন্য এক ঘটনার মধ্যে। বুঝলেন তারা দুজনেই কথার ফাঁকে পরস্পর পরস্পরকে লুকিতে অদ্ভুত এক দৃশ্যের মধ্যে দৃষ্টি ডুবিয়ে

আছেন। ব্যাপারটা প্রথম ফাঁস হয়ে গেল কুইনের চোখে। মৃদু হেসে সে স্যাটারথওয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, জীবন্ত বলেই মনে হয়, তাই না—সত্যি বিশ্বাস হতে চায় না।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। তারপর মৃদু অথচ উষ্ণতায় ভার ভার কণ্ঠস্বরে বললেন—ঠিক বলেছ, বিশ্বাস হয় না, জীবন্ত বলে। মিষ্টার কুইন স্যাটারথওয়েটের সঙ্গে একটু মজা করার জন্যই পূর্বোক্ত আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু ওয়াসবিনের গলার প্রসংশা করছি। সত্যি মানুষটার কি গলা—ঠিক যেন কিংবদন্তী ক্যারুসোর মতো—বোঝাই যায় না কোন কণ্ঠস্বর বলে, মনে হয় কোন বাদ্যযন্ত্রের সুর লহরী মুর্চ্ছিত হচ্ছে।

স্যাটারথওয়েথের তখন কিন্তু আলোচনার আর ভাল লাগছিল না। তার চোখ তখন অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে বিদ্ধ হয়ে আসছে সামনের সারিতে বসা এক যুবতীর ওপর! তবু তিনি বন্ধুর কথার উত্তর দিয়ে বললেন, দেখ তুমি যাই বলো না কেন আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত নই, ওয়াসবিসের গান আমিও শুনেছি, মনে হয় তার গানের মধ্যে তালগত দোষ আছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক।

বলো কি!

কুইন কৌতুকমাখা দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে তারপর অস্ফুট ভাবে বললেন—কি দেখছ?

স্যাটারওয়েট আবেগমাখা গলায় কুইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ কি সুন্দর একটা মাথা দেখা যাচ্ছে—মনে হয় কোন খাঁটি গ্রীক রমণী—আহা কি সুন্দর সোনালী কেশদাম, ফর্সা মাখন রঙের শরীর।

স্যাটারথওয়েটের কথায় কুইন কৌতুক ঘন দৃষ্টিতে আলতো ভাবে হাসলেন খানিক, তারপর বললেন—ও বাব্বা—তুমি যে দেখছি খুব আত্মস্থ হয়ে লক্ষ্য করছ।

—লক্ষ্য করার মতোই। কথাটা আলতো ভাবে বলেই স্যাটারথওয়েট কুইনের দিকে তাকিয়ে বিহ্বলভরা গলায় বললেন—যাকে পিছন থেকে এত সুন্দর বলে মনে হচ্ছে, না জানি সামনে থেকে দেখতে সে আরো কত সুন্দরই না হবে। তবে এখন না, এই মুহূর্তে না হোক আর কিছু সময়ের মধ্যে তো ওকে একসময় পরিস্কার দেখতেই পাব। তবে আমার মনে হয় এই ধরণের মুখশ্রী দৈবাৎ ভাগ্যজোরে কখনও সখনও দেখা যায়।

স্যাটারথওয়েটের কথাগুলো বাতাসে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে গেল খানিক। একটু জোরের সঙ্গেই তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। তার তুলনায় আরো বেশী জোরে গলা চালিয়ে মন্তব্য রাখলেন মিস্টার কুইন। লোকটার একটু লাজলজ্জা কম। স্যাটারথওয়েটের অস্বস্তি লাগলেও ব্যাপারটা তার কাছে খুব খারাপ লাগছিল না।

ওদের কথার ফাঁকে এক সময় প্রেক্ষাগৃহের বেল বাজলো। টুপটাপ নিভে গেল অন্দরের সমস্ত ঝাড় লুণ্ঠন। অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে তখন দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলেন স্যাটারথওয়েট, চোখের পলক পড়ছিল না।

মেয়েটি, আশ্চর্য! মনে হয় এতক্ষণ সে ওদের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছে। অন্য কেউ হলে একবার অন্তত তাকাতো, কিন্তু সে তাকালো না। স্যাটারথওয়েটের বুকের রক্তে আকর্ষণ বাড়ছিল দ্বিগুণ। তার সুন্দর মুখশ্রীকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখার জন্য নিজের মধ্যে ছটফট করছিলেন।

গান শুরু হলো।

এবং তা শেষ হয়ে গেল কোথা দিয়ে। চারদিক মুখর হলো করতালিতে। আবার জ্বলে উঠলো আলো। স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করলেন মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। দুলে উঠলো মৃদু বাতাসে তার সোনালী কেশদাম। দর্জির হাতের গুণে মেয়েটির কাঁধের বেশ কিছুটা অনাবৃত অংশ চোখে পড়লো স্যাটারথওয়েটের।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াতেই শরীর টানটান করে বসলেন স্যাটারথওয়েট। ব্যালকনির শেষ মাথায় বসে দেখতে এখন তার একটু কষ্টই হচ্ছিল। নিচের সারিতে অনেকেই তখন ওঠানামা শুরু করে দিয়েছে।

স্যাটারথওয়েট অস্ফুট স্বরে নিজের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিমায় বললেন, 'দারুণ।'

কুইন তাকালেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন স্যাটারথওয়েটকে, এখান থেকে বসে আর কতটুকু বুঝবে বরং চল বাইরে বেরিয়ে পড়ি—সামনে থেকে আরো ভালোভাবে দেখা যাবে।

লজ্জা লজ্জা করলেও, কুইনের প্রস্তাবটা কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগলো না স্যাটারথওয়েটের। চারদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন, তাদের কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। তারপর ব্যালকনির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন, নীচের লবিতে।

লবিতে তখন অনেকেই ভিড় করে আছে।

তবু এই ভিড়ের মধ্যে তাকে সনাক্ত করতে কোন অসুবিধে হলো না স্যাটারথওয়েটের। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন লবি সংলগ্ন ছোট কাফেতে মেয়েটি একটি টুলের ওপর বসে বিস্মিত চোখে ঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক যুবকের মুখের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, যুবকটি তাকে কিছু যেন বোঝাচ্ছে। এই পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গে যেন এই মুহূর্তে ওদের যোগ নেই—ওরা একা বিচ্ছিন্ন, অন্য এক পৃথিবী গড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছে।

স্যাটারথওয়েট অবাক চোখে তাকালেন। তার চোখে তখন অপার বিস্ময়। বার বার তার মনে হচ্ছিলো, এত কাল যাবৎ এত হাজার হাজার জাহাজ এদেশে বিভিন্ন দেশের পথ্য নিয়ে কেনাবেচা করে গেল, অথচ সেই সব মূল্যবান জাহাজ থেকে এমন রূপের নারী কেউ কখন নামতে দেখিনি। কি সে রূপ! অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলন্ত, অথচ চন্দ্রমাধুরীর মতো স্নিগ্ধ তার লাবণ্যতা। এত যার রূপ, সেকি না এত সাধারণ। পোষাকের মধ্যে নেই কোন পরিপাটির চমক। সস্তাদামের নীল স্কার্ট পরনে, পায়ে সস্তাদরের ষ্ট্রাপয়ালা চটি, চটিতে কাদার দাগ। দেখে মনে হয় দূরবর্তী কোন গ্রাম থেকে সে শহরে এসেছে গান শুনতে। স্যাটারথওয়েট মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলেন। ফর্সা লাবণ্যময় সুন্দর এই তরুনীটি এমন বিমুগ্ধতায় কি এত কথা শুনছে। কি বলছে তাকে ওই যুবকটি— গায়ের রঙ্ কালো। যুবকের দৃষ্টি ঘন হয়ে আছে মেয়েটির ওপর। দূর থেকে স্যাটারথওয়েট ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। এক সময় লক্ষ্য করলেন ওদের কথার মধ্যে তৃতীয় এক ব্যক্তিব আবির্ভাব ঘটলো। আগন্তুক যুবকটিকে দেখামাত্র ওদের ঘন হওয়া মুহূর্ত চকিতে কাঁচের ছবির মতো ঝনঝন শব্দে ভেঙ্গে পড়লো। সুন্দর মেয়েটির মুখমণ্ডলে মুহূর্তে নেমে এলো কালো মেঘের পর্দা। যুবক দুটি পরস্পরকে কি যেন বলছিল। ওদের কথাবার্তা আদপেই যে সুস্থ নয়, বুঝলেন ওরা পরস্পব বিবোধী। আগন্তুক যুবকটি মনে হয খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। মেয়েটির গোলাপী মুখ ওকে দেখে অমন ভাবে শুকিয়ে গেল কেন..... তবে কি?

এক সময় স্যাটারথওয়েট শুনতে পেলেন বন্ধুর কণ্ঠস্বর। তাকালেন তিনি কুইনের দিকে। চোখে চোখ পডতেই কুইন কৌতুক মাখা গলায় বললেন—দূর! গতানুগতিক ঘটনা।

—হুঃ। স্যাটারথওয়েট কুইনের কথায় ঘাড় নাড়িয়ে আলতো ভাবে উত্তর দিলেন। সত্যি গতানুগতিক ঘটনা। এই হয়—একটুকরো মাংসখণ্ড নিয়ে দুটো ক্ষুধার্থ কুকুর পরস্পরে মধ্যে টানাটানি কবে ঠিক এই রকম—এই রকমই দেখতে হয়ে থাকে সেই দৃশ্য। তবু...তার মধ্যেও আমি বলবো— সে সুন্দর, তার লাবণ্য যেন উপছে দিয়েছে সমস্ত ঘটনার কুৎসিত রূপটাকে। মানুষতো নতুন কিছু আশা করে—নতুন কিছু সৌন্দর্য্য।

স্যাটারথওয়েট দৃষ্টি সরালেন। আবার ফিরে এলেন নিজের আসনে। চেয়ারে বসতে বসতে স্যাটারথওয়েট বললেন—বাইবে বৃষ্টি পড়ছে মনে হয়, তুমি কি সোজা বাড়ি ফিরবে?

—কেন বলতো।

—না, তাহলে আমি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসতাম এই বৃষ্টিতে—

—ধন্যবাদ। আমি গাড়ি ছাড়াই চলে যেতে পারবো। কারো গাড়িতে সাহায্য পাব এমন মনোভাব নিয়ে তো আমি এখানে আসিনি। আর তাছাড়া তুমিতে জান আমি লোকটা মোটেই সুবিধার নই...ও আমি নিজেই নিজের পায়ে চলে যেতে পারবোখন। বরং তার চেয়ে আজকের রাতে নতুন যদি কিছু তোমার বরাতে ঘটে যায়, আমি তাই কামনা করি। তখন দেখবে আমার অনুপস্থিতি তোমার বেশ ভালই লাগছে।

কথাটা বলে কুইন হাসলো। অন্ধকারে তার মুখের চেহারাটা বড় শ্লেষাক্ত বলে মনে হলো স্যাটারথওয়েটের। সে আর কোন কথা বাড়লো না।

এক সময় গানের আসর শেষ হলো। বাইরে বেরিয়ে মানুষ জনের মধ্যে কুইনকে কিভাবে যেন হারিয়ে ফেললেন স্যাটারথওয়েট। এখন তিনি একা। বাইরে বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। ভিজে আছে সমস্ত রাস্তাটা।

আলো পিছলোনো ভিজে যাওয়া রাস্তাটাকে সিনেমার পর্দার মতো বলে মনে হচ্ছিল স্যাটারথওয়েটের।

রাস্তায় পা দিয়ে স্যাটারথওয়েট চারদিক তাকালেন। নিজের গাড়ি লক্ষ্য করার আগে চোখে পড়ে গেল সেই মেয়েটিকে। স্যাটারথওয়েট থমকে গেলেন। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে সেই যুবকটি—ঈষৎ কালো রঙ। স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন নিজের গাড়ি লক্ষ্য করে। সারি সারি পার্ক করা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোণাকুনি ভাবে রাস্তা পার হয়ে স্যাটারথওয়েট থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সেই আগন্তুক যুবকটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দুজনের সামনে। মেয়েটি এখন এদের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। যুবক দুটি পরস্পরের মধ্যে চড়া সুরে কথা বলছে। চকিতে কিছু ভালভাবে বোঝার আগেই স্যাটারথওয়েট দেখলেন যুবক দুজন পরস্পর পরস্পরের ওপর লোভী কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এক লহমায় গোটা ব্যাপারটাকে আন্দাজ করে নিয়ে স্যাটারথওয়েট দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন। ওদিকে মেয়েটি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে সঙ্গী দুজনকে। দুচোখের চাউনিতে ফুটে উঠছে তরল আতঙ্ক।

স্যাটারথওয়েটির কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে আলতো গলায় বললেন—আমার মনে হয় এই সময় তোমার এখানে একলা দাঁড়ানো উচিত নয়।

মেয়েটি কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছনো মাত্র ঘুরে তাকালো। স্যাটারথওয়েট তাকালেন। দুচোখ মমতা মাখা বিমুগ্ধ দৃষ্টি। মেয়েটি কিছু বলার আগে স্যাটারথওয়েট আবার বললেন—আমার কথাটা মনে হয় তোমার শোনা উচিত।

—আমাকে বলছেন!

—হ্যাঁ, তোমাকে। দেখ ওরা যেভাবে ঝগড়া করছে, তাতে মনে হয় এখুনি পুলিশ এসে পড়বে। তুমি চাও এমন একটা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে তোমার মতো একটা সুন্দর মেয়ে জড়িয়ে পড়ে সারারাত জেল হাজতে কাটাতে। আমার মনে হয় কিছুতেই তা তুমি চাওনা। এবং আমার মনে হয় এই দুজনের মধ্যে তোমার যে আসল বন্ধু সেও চায় না, এই ঘটনার মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেল।

স্যাটারথওয়েট বেশ ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বললেন। মেয়েটি তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ়। সে কি উত্তর দেবে ভেবে পেলো না।

মেয়েটিকে চুপ করে থাকতে দেখে স্যাটারথওয়েট বললেন; কি ভাবছ।

মেয়েটি তাকালো। সুন্দর মুখশ্রীকে মুহূর্তে রক্তশূন্য পাণ্ডুর বলে মনে হলো স্যাটারথওয়েটের। বললেন ঠাণ্ডা পরিস্কার গলায়—আমার কথা মনে হয় তোমার শোনা উচিত।

—কি কথা?

—তুমি আমাকে অনুমতি দিলে আমি তোমাকে আমার গাড়িতে তোমার জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি।

মেয়েটি তাকালো

তার অনুচ্চারিত চাউনিতে সম্মতির ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র স্যাটারথওয়েট আর কাল বিলম্ব করলেন না। মুহূর্তে তিনি সমস্ত রকম লজ্জা ভুলে গিয়ে আলতো ভাবে হাত ধরলেন মেয়েটির। নরম সোনালী অঙ্গের পরশ পাওয়া মাত্র বুকের রক্তে যেন দোলা লাগলো স্যাটারথওয়েটের। তিনি তার হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললেন—চল, আমার গাড়ি অপেক্ষা করেছে।

মেয়েটি তাকালো। কি যে দেখলো স্যাটারথওয়েটের মুখের রেখায়। কোন দুরভিসন্ধি কি? তারপর স্যাটারথওয়েটের কথা মতো পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে গেল অপেক্ষামান গাড়িটার দিকে।

গাড়িতে ওরা পাশাপাশি বসে।

স্যাটারথওয়েট একবার আলগোছে তাকালেন মেয়েটির দিকে। এই সেই সুন্দরী একটু আগে বিস্মিত দৃষ্টিতে সে তার বুকের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলছিল। এখন সে কত কাছে। কত ঘন হয়ে বসে আছে। ওর নিঃশ্বাসেব উষ্ণতা নিজের মধ্যে টের পাচ্ছেন স্যাটারথওয়েট। ওর মুখের ভাবে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে বড় অপ্রীতিকর বলে মনে হচ্ছে। বিষন্ন লাগছে। স্যাটারথওয়েটের দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি আলতো গলায় নিজেই বললো, খুব বিশ্রি লাগছে আমার, এত বাড়াবাড়ি করা মানুষেব উচিত নয়।

—সত্যি ঘটনাটা দৃষ্টিকটু

কথাটা জুড়ে দিয়ে স্যাটারথওয়েট তাকালেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি চোখ পড়তেই দৃষ্টি নামিয়ে নিলো। আলতো ভঙ্গিতে ভেজাভেজা স্বরে বললেন, আমি ঠিক এইরকম কিছু-একটা হোক এটা চাইনি। ফিলিপ ইস্টসি নিঃসন্দেহে আমার একজন বন্ধু, অনেকদিনের বন্ধুত্ব আমাদের। ওব সঙ্গেই আমার লণ্ডন শহরে আসা। আমার গলার স্বর ভালো করার জন্য কিনা করেছে মানুষটা।

স্যাটারথওয়েট চুপচাপ শুনছিলেন তরুণীটির বক্তব্য। ওর মুখেই সেদিন তার শোনা, গান পাগল ফিলিপ ইস্টসির কথা। সেই রাতে ফিলিপই তাকে এই গানের আসরে নিয়ে এসেছিল। এর পরের ঘটনা স্যাটারথওয়েট সহজেই অনুমান করেনিলেন। ফিলিপ ইস্টসির রোজগার খুব একটা বেশী নয়, তার পক্ষে এই সুন্দরীকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাশুনো করা মনে হয় কষ্টসাধ্য ছিল। আর এই সুযোগের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সেই যুবকের—মিষ্টার বার্ণসের!

বার্ণসতো বেশ সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছিল, ওকেতো একবাবও উত্তেজিত মনে হয়নি। আর একজন ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের সহজ কথা বলার মধ্যে অসুবিধের কি আছে....এইতো স্বাধীন দেশ, এই স্বাধীনদেশে সকলেরইতো আছে নিজস্ব ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে তাহলে...তাহলে অন্যায়, অন্যায়টা কি এমন করেছে বার্ণস...গিলিয়ান। ওরা কোন দোষ করেনি। ভাবতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা তার কাছে বড় রহস্যময় বলে মনে হলো। আশ্চর্য—আচ্ছা একটা কথা বলবে, একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল তা কি তোমার ভাল লেগেছে।

—মোটেই না।

—কাকে তোমার দোষী বলে মনে হয়!

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। তিনি নিজের মধ্যে দুই যুবকের মধ্যে কারও মেয়েটির হৃদয় দুর্বল বেশী বোঝার চেষ্টা কবলেন। তাই বললেন; কি ভাবছ তুমি!

মেয়েটি তাকালো।

স্যাটারথওয়েট বললেন—তুমি কি ভাবছ আমি জানি। একটু থেমে বললেন তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ মিষ্টার ইস্টসি বার্ণস আঘাত করেছে কি না, কিংবা ইস্টসিকে বার্ণস কোন আঘাত করেনি তো!

ঠিক ধরেছ।

মেয়েটি মুহূর্তে যেন চমকে উঠলো। মুহূর্তের উচ্ছ্বাস ওর শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়লো খানিক। স্যাটারথওয়েট সেই চমকে ওঠা উষ্ণতার নির্যস ঘ্রাণ নিয়ে মৃদু গলায় বললে—আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম! একটু থেমে বললেন, আচ্ছা তোমার বাড়িব খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি, এখুনি তোমাকে আমার কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ তোমার যদি টেলিফোন থেকে, তুমি আমায় নাম্বার বলতে পারো, আমি তোমাকে ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে সঠিক জানিয়ে দেব।

মেয়েটি তাকালো স্যাটারথওয়েটের দিকে বুকের গভীবে মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল এক অতীন্দ্রীয় অনুভূতি। মেয়েটি ধমনীর গোপন রক্ত ছুঁয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন— টেলিফোন আছে?

—কত নাম্বার?

মেয়েটি বললে।

নোটবুকে টেলিফোন নাম্বার টুকতে টুকতে স্যাটারথওয়েট বললেন—দারুন।

—কি।

— তোমকে গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে পারবো। মেয়েটিও যেন খুশী হলো। তাকালো আলগোছে স্যাটারথওয়েটির দিকে, তারপর বললো— সত্যি খুব ভাল হয়, আমি খুব চিন্তার মধ্যে থাকবো। একটু থেমে বললে—আচ্ছা ব্যাপারটা নিয়ে বেশীদূর গড়াবে নাতো, আপনার কি মনে হয়?

—মোটেই না।

—ধন্যবাদ।

মেয়েটি যেন আশ্বস্ত হলো। সে যেন ঠিক এমনি একটা উত্তরের প্রত্যাশা করছিল স্যাটারথওয়েটের কাছ থাকে। খুশিময় মুখচোখে আবার নতুন করে চঞ্চলতা ফিরে পেয়ে মেয়েটি তাকালো স্যাটারথওয়েটের দিকে। ভরাট চোখের চাউনি। তারপর ঠোঁটের কোলে জ্যোৎস্নাময় হাসির আবেশ ছড়িয়ে বললো—আমার নাম গিলিয়ান ওয়েস্ট।

গিলিয়ান ওয়েস্ট।

গিলিয়ান!

নামটা স্যাটারথওয়েটের বুকময় নূপুরের ধ্বনির মতো ছড়িয়ে গেল যেন। তারপর অস্ফুটস্বরে নামটা নিজের গোপনবীজ মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন। মনে মনে বললেন, হেনরী, তোমার এই মুখশ্রী আমার বুকের গভীরে আঁকা হয়ে গেছে। তোমার ছায়ার আড়ালে থাকা তোমার শরীরের কোন গোপন অহংকার আমার তৃষিত দৃষ্টির তুলির টান থেকে বাদ পড়েনি। তোমার গ্রীবার আড়ালে লুক্কায়িত সমস্ত সৌন্দর্য্য আমি আকণ্ঠ পান করেছি—আমি তৃপ্ত।

এই সেই গিলিয়ান, সেই নারী স্যাটারথওয়েটের বুকের রক্তে প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। মনে মনে বললেন, এ রূপ কি ভোলার, নাকি ভোলা যায়। এ রূপ যে আমি জন্ম জন্মান্তরেও কখন ভুলবো না। এইরূপ সেই একবার দেখেছি আবার দেখছি।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। গিলিয়ানের সামনে যে যুবকটি বসে আছে, তার পরিচিত বলে মনে হলো। এই সেই বার্ণস, যাকে সেদিন গিলিয়ানের চোখের চাউনিতে বার বার উদ্ভাসিত হতে দেখেছিলেন।

খুব কাছে এসে থমকে গিয়েছিলেন স্যাটারথওয়েট। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গিলিয়ানের নজর পড়লো। উঠে আসছিল সে, তার আগেই স্যাটারথওয়েট নিজেই ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

করমর্দনের পালা শেষ হলে বার্ণস বিনীত গলায় স্যাটারথওয়েটের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম। গিলিয়ানের কাছ থেকে আমি আপনার কথা শুনেছি। সত্যি সেদিন আপনি ওকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভালই করেছিলেন।

গিলিয়ান হাসলো। বললে, সত্যি আপনাকে যে কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো।

ওদের বিনীত কথার মধ্যে বেশ খানিক বিব্রত অবস্থায় পড়লেন স্যাটারথওয়েট। চুপ করে ছিলেন, উত্তর দিচ্ছিলেন না কোন। কেবল দুচোখ ভরে ওদের লক্ষ্য করছিলেন। বার্ণস ছেলেটাকে বেশ স্পষ্ট দিলখোলা যুবক বলেই মনে হচ্ছিল। কেমন পরিষ্কার ওর কথাবার্ত্তা। মনে হয় ওর এই পরিস্কার স্বভাবের জন্যই গিলিয়ানের মতো একজন সুন্দরী তার মতো একটা অতি সাধারণ যুবকের উপর এত প্রসন্ন হয়েছে।

স্যাটারথওয়েট ঘন চোখে তাকালেন বার্ণসের দিকে। বার্ণস সহজ গলায় বললেন, সত্যি বলতে কি আপনি একটা দারুণ সময় এসে পড়েছেন।

—কিরকম।

স্যাটারথওয়েট ঝুকে তাকালেন।

আজ একটু পরেই আমরা পরস্পরকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি—আজই তাই না গিলিয়ান।

বার্ণসের মুখচোখ বড় উজ্জল লাগছিল।

স্যাটারথওয়েট থমকে গেলেন যেন। এই যুবক ওই সুন্দরীকে বিয়ে করছে। আশ্চর্য—খুব সাধারণ একটি ছেলে—এর চালচলনের মধ্যে এমন কিছু নেই যে কোন সুন্দরীর কাছে তা আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে। আশ্চর্য পৃথিবী তোমার মানুষজন, ভালোবাসার কি বিচিত্র তোমার খেলা। তবে মনে হয় বার্ণস নামক ওই যুবকটির হৃদয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা আছে। তার বুকের গভীরে প্রবাহিত টেমসের ধারা, যেখানে কোনদিন তার ভালোবাসা অগ্নিদগ্ধ হবে না, বরং শান্তি, ঠাণ্ডা প্রবাহে সে নিজের ধারায় আজীবনকাল প্রবাহিত হবে। মুহূর্তে স্যাটারথওয়েট কি যেন ভাবলেন। তাকালেন ওদের দুজনের ঘন হয়ে থাকা মুখের দিকে। কিছুটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি গিলিয়ানের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় সহজ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—তা মিষ্টার ইষ্টসির কি খবর—

স্যাটারথওয়েটের মুহূর্তের প্রশ্ন হঠাৎ যেন ওদের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়ে গেল। উজ্জ্বল বার্ণসের

মুখ থেকে সরে গেল উজ্জ্বল আলো, ঢেকে ফেললো কালো অন্ধকারের কালিমা। স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করছিলেন সব কিছু, তার দৃষ্টি থেকে গিলিয়ানও বাদ গেল না। তাকে বড় বিপন্ন বলে মনে হলো স্যাটারথওয়েটের। মনে হলো সে যেন কোন অজানা ভয়ের আশংকায় থমকে আছে। তার নীল চোখের কোলে অপ্রীতিকর চাউনি।

স্যাটারথওয়েট তাকিয়ে ছিলেন একভাবে। এক সময় গিলিয়ান ম্লান গলায় স্যাটারথওয়েটের দিকে না তাকিয়েই বললে—ও কথা থাক।

কথাটা বলে গিলিয়ান তাকালো স্যাটারথওয়েটের দিকে। তারপর আলতো গলায় বললে, দেখুন ওর বিষয়ে আপনি সত্যি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সে আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমি তার কাছে গান শিখেছি। সে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে—

কথাগুলো বলতে গিয়ে গিলিয়ানের কণ্ঠস্বর ভিজে যাচ্ছিল। থেমে তবু অনেক কষ্টে সে কথাটা বললো। তার কথা শেষ হতে পারলো না, তার আগেই বার্ণস দৃঢ় গলায় বললে, সে তোমাকে প্রেরনা দিলেও, তার চেয়ে বেশী তোমাকে কষ্ট দিয়েছে—বল না তুমি সেই কথাগুলো। কথাটা বলেই বার্ণস তাকালো স্যাটারথওয়েরে দিকে। তারপর দৃঢ় গলায় উত্তেজনা জাগিয়ে বললে, দেখুন একটা মেয়ে সব সময় চাইবে, কেউ একজন তার কাছে থাকুক, তাকে দেখাশোনা করুক। গিলিয়ানের সে রকম কোন চাহিদা ছিল না, সে গিলিয়ানের গানের দিকে নজর দিলেও, গিলিয়ানকে মনের দিক থেকে অত্যাচারিও হতে হতো। মুখে গিলিয়ান আপনাকে হয়ত সব কথা খুলে বলতে পারছে না, তবে আমিতো জানি—সে কিছু বলবে না, কোনদিন সে কাউকে কিছু বলতে চায় না, তবে আমি ওর সঙ্গে প্রথম দিন মিশেই সব বুঝতে পেরেছি—বুঝেছি সে কত অসুখী।

বার্ণসের কণ্ঠস্বরে যেন আবেগ ছিল। সে একদমে নাটুকে কায়দায় কথাগুলো বললো। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন স্যাটারথওয়েট। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে মুহূর্তে বড় জটিল বলে মনে হচ্ছিল। বার বার তার মনে হচ্ছিল—এই তরুনীটি অসুখী!

এমন সুন্দর মুখে কখন অসুখী হতে পারে, তাকে অসুখী রাখতে পারে পুরুষ। বার্ণস কিন্তু তার কথা থামালো না। দম দেওয়া যন্ত্র মানবের মতো একদমে বলতে থাকলো নিজের কথা। স্যাটারথওয়েট বিনা প্রতিবাদে শুনে গেলেন তার সমস্ত বক্তব্য।

আমার মনে হয় ইস্টসির মানসিক ভারসাম্য কোনদিন ঠিক ছিল না। মানুষ যতই সংগীত পাগল হোক না কেন, তার মধ্যে ছিল গোপন এক নিষ্ঠুরতা, সে গিলিয়ানকে আসলে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতো। সে ভেবেছিলো সে ছাড়া বুঝি গিলিয়ানের কোন গতি হবে না। তার সমস্ত অত্যাচার সে মুখ বুঁজে সহ্য করবে চিরদিন। আমি ঠিক সময় গিয়ে না হাজির হলে আরো দুর্ভোগ ছিল গিলিয়ানের বরাতে।

উত্তেজিত বার্ণসের কণ্ঠস্বর একটু একটু চড়াধাপে বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল। গিলিয়ান নিরুত্তর। সে মুখ গুঁজে ছিল এতক্ষণ। স্যাটারথওয়েট টেবিলে পাতা নীল কাঁচের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন গিলিয়ানের মুখভাব। এক সময় বার্ণসের কণ্ঠস্বর সামান্য থামতেই স্যাটারথওয়েট ম্লান গলায় বললেন—আশ্চর্য!

তার ক্ষীণ উচ্চারিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই গিলিয়ান তাকালো তার দিকে। তারপর ম্লান গলায় বললো—না, না, সব দোষ ফিলের নয়। সত্যি সে আমাকে যত্ন করেছে—আমার জন্য সে অনেক কিছু করেছে। আমি জানি, একজন বন্ধু হয়ে যতটা করা উচিত তার চেয়ে হয়ত বেশীই সে করেছে আমার জন্য, কিন্তু—কিন্তু ওই বন্ধুত্বই, তার বেশী কিছু নয়। তার বেশী আমারও তার কাছে কিছু চাইবার নেই। একটু থেমে গিলিয়ানের মুখের চেহারা তার মুখ চোখের ভাব স্যাটারথওয়েট বোঝাতে চেষ্টা করলেন। চোখে চোখ পড়তেই ম্লান স্বরে গিলিয়ান বললে, আমার খবর পেলে তার যে কি অবস্থা হবে, সে কথা ভেবেই আমার বড় ভয় করছে। বিশ্বাস করুন ভয় করছে আমার—

—কিসের ভয়!

—যদি ভয়ানক কিছু একটা ঘটে যায়।

স্যাটারথওয়েট মৃদু হাসলেন। বুঝলেন মনে মনে গিলিয়ানের মানসিক দুর্বলতা। মেয়েটা সত্যি ভয় পেয়েছে। সেই কারণে তাকে সান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই স্যাটারথওয়েট বললেন—আমার মনে হয় ভয়

পাওয়ার মতো কোন কারণ নেই তোমার—তাছাড়া আমি থাকতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

গিলিয়ান তাকালো তার দিকে।

স্যাটারথওয়েট তার দিতে ঝুকে বললেন— তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমাকে এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। অবশ্য আমার সাহায্যের সবটুকুই নির্ভর করছে তোমার সম্মতির উপর।

স্যাটারথওয়েট কথা শেষ হতে পারলো না। গিলিয়ান কোন জবাব দেবার আগেই বার্ণস বললে, নিশ্চই আপনার সাহায্যের প্রয়োজন এতে আর অনুমতি দেবার কি আছে।

বার্ণসের কাছ থেকে উত্তর পেলেও, দ্রুত কোন উত্তর মিললো না গিলিয়ানের কাছ থেকে। স্যাটারথওয়েট তাকালেন তার দিকে। এক সময় গিলিয়ান তাকালো। নীল এক জোড়া চোখ। ভয়ার্ত পাখীর মতো তির তিব কাঁপছে। স্যাটারথওয়েট তাকালেন তার দিকে। এক সময় গিলিয়ান তাকালো। নীল এক জোড়া চোখ। ভয়ার্ত পাখীর মতো তির তির কঁপছে। স্যাটারথওয়েট ম্লান গলায় বললেন—কিছু বলবে? বুকের ভারি উষ্ণতা বাতাসে মিশিয়ে গিলিয়ান বললে—না, ধন্যবাদ আপনাকে!

এক সময় স্যাটারথওয়েট উঠে এলেন ওদের কাছ থেকে। ঠিক হলো আগামী বৃহস্পতিবার তিনি আবার ঠিক এই সময় এখানে আসবেন। উপস্থিত থাকবে ওরা দুজনেই। সেদিন তিনি ওদের সঙ্গে চা খেতে খেতে বাকি কথা আলোচনা করবেন।

যা কথা তাই কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে, ঠিকঠাক সময়ে গিয়ে হাজির হলেন স্যাটারথওয়েট। দেখতে পেলেন সেদিনের নির্দিষ্ট টেবিলে একাই বসে আছে গিলিয়ান। বুকের ভিতরটা মুহূর্তে কেঁপে উঠলো। কি সুন্দর কি লাবণ্য। স্যাটারথওয়েটের মনে হলো তার বয়সের শরীরে আবার যেন যৌবনে হারানো মাদকতা নতুন করে ফিরে এসেছে। কি আকর্ষণ—কি মোহিনী চাউনি। যেন এই লাবণ্যময় মুখশ্রী তাকে পুনরায় যৌবন ফিরিয়ে দিতে চলেছে। একটা সুন্দর মুখের ভাঁজে কামনার দুরন্ত আকর্ষণ।

নিজের মনে নিজেকে ভাবতে ভাবতে স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন।

গিলিয়ান একা বসে। আজ যেন তাকে অনেক বেশী সুন্দর আর লাবণ্যময় বলে মনে হচ্ছে স্যাটারথওয়েটের। সেদিনও এত উজ্জ্বল বলে গিলিয়ানকে মনে হয়নি তার। আজ মনে হচ্ছে সে যেন ভার মুক্ত...এই পৃথিবীতে তার কোন চিন্তা নেই, কেবল অনাবিল আনন্দের জোয়ারে সে ভেসে যাচ্ছে, এক চরম উজ্জ্বলতায়।

স্যাটারথওয়েট মুহূর্তের জন্য থমকালেন। গিলিয়ানের বদল চেহারা তার কাছে অভিনব বলে মনে হলো। এগিয়ে এসে তিনি দাঁড়ালেন তার সামনে।

স্যাটারথওয়েটকে দেখে খুশীতে যেন ভেঙ্গে পড়লো গিলিয়ান। পাতলা ঠোঁটের কোলে ফিকে হাসির ঝরণা খেলিয়ে বললে—কি হলো, দাঁড়িয়ে কেন বসুন।

স্যাটারথওয়েট বসলেন।

প্রথম কথা বললো গিলিয়ান। কণ্ঠস্বরে খুশীর শব্দ তুলে বললে, যতটা ভেবেছিলাম. তা হলো না।

—কি রকম।

—অমি ইস্টসির কথা বলছি।

—কি বল?

—সত্যি মানুষটা কি উদার, আর আমরা তার বিষয়ে কত কিনা ভেবেছি সকলে।

স্যাটারথওয়েটের কাছে গোটা ব্যাপারটা কি রকম ধাঁধালো মনে হচ্ছিল। সে গিলিয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ইস্টসি এমন কি করেছে যার জন্য তুমি তার এত প্রশংসা করছ।

—বারে করবো না। একটু থেমে গিলিয়ান সহানুভূতি মাখা গলায় বললে, সত্যি চার্লস ফিলিপকে অযথা সেদিন বড় বেশী দোষারোপ করেছিল। অত বাজে ধারনা করা ওর উচিত হয় নি। আর বাজে ধারণা

এখন আর কি করে করি বলুন—কথাটা বলেই গিলিয়ান সুন্দর একটা মোড়ক রাখলো টেবিলের উপর।

অবাক হয়ে স্যাটারথওয়েট বললেন—কি আছে এর মধ্যে?

—দেখুনই না কি আছে।

কথাটা শেষ করে দ্রুত হাতে গিলিযান সেই মোড়কটা খুলে ফেললো। স্যাটারথওযেট দেখতে পেলেন একটা সুন্দর ছোট আকারের বেতার যন্ত্র।

—এটা—

—ইস্টসি আমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। কি সুন্দর তাই না। সত্যি মানুষটা আমাকে বড় ভালোবাসে। আমি নিজেও ভাবতে পারিনি, এমন একটা সুন্দর পুরস্কার সে আমাকে পাঠাতে পারে—আসলে ইস্টসি শিল্পী। আমরা কেউ তার মন বুঝতে পারিনি, তাই কত কিনা ভেবেছি।

কথাগুলো বলতে গিয়ে আবেগে গিলিয়ানের কণ্ঠস্বর ভিজে গেল। চিকচিক করে উঠলো তাব নীল চোখের কোলজোড়া। টেবিলের ওপব রাখা বেতার যন্ত্রের উপব নরম হাতে পরশ বোলাতে বোলাতে সে বললে, আমি যাতে এই বেতার যন্ত্রে গান শুনতে শুনতে তাকে মনে করি, তাকে যাতে ভুলে না যাই তারই জন্য সে আমাকে এই উপহার পাঠিয়েছে। সত্যি সে বন্ধু-বন্ধু বলেই সে এত মহানুভব। আমিও তার বন্ধুত্ব কোনদিন ভুলবো না।

স্যাটারথওয়েট এতক্ষণ চুপচাপ বসে তার কথাগুলো শুনছিলেন। গিলিয়ানের আবেগময় কণ্ঠস্বর থামতেই, তিনি বললেন—সত্যি এমন বন্ধুত্বের জন্য তোমার তাই করা উচিত। এমন বন্ধু সবার বরাতে জোটে না।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—খুব স্বাভাবিক। না হলে সে তোমাকে হারানোর খবর পেয়েও কেউ এমন পুরস্কার পাঠাতে পাবে—সত্যি এটা একটা 'স্পোর্টসম্যান লাইক ব্রো'—আমরা কেউই এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

গিলিয়ান স্যাটারথওয়েটের কথায় সায় দিলো। তারপর বললে ভেজা ভেজা গলায়—সত্যি সে মহানুভব।

স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করছিলেন, গিলিয়ানেব ভেজা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাব চোখেব পাতাও ভিজে গেছে। গিলিযান কি তবে কাঁদছে।

আশ্চর্য নারী—তোমাদের মনেব বৈচিএতা। সে ইস্টসির ভালোবাসাকে প্রত্যাখান করে তুমি বার্ণসের ভালোবাসায় নিজেকে সঁপে দিয়েছ, এখন সেই তুমিই কিনা তার জন্য চোখের জল ফেলছ। তাহলে ইস্টসিকে তুমি পুবোপুরি ভুলতে পারিনি, এখনো তাব জন্য তোমার মনের মনিকোঠায় সযত্নে তোলা আছে দুর্লভ সহানুভুতি—প্রকারান্তরে ভালোবাসারই রূপান্তর। গোটা ব্যাপারটা স্যাটারথওয়েটকে যেন নতুন কবে ভাবিয়ে তুললো। চোখের ওপর মুহূর্তে তার ভেসে উঠলো ফিলিপ ইস্টসির মুখটা। কি করুণ—হায়রে প্রেমিক, এই নাবী তোমার মনের আসল চেহারাটা বুঝতে পারলো না। বুঝলো না একজন পাকা শিল্পীর মতো অর্ন্তআত্মাকে। যে গিলিয়ান তাকে প্রত্যাখান করে চলে এসেছে সেই গিলিযানের কাছে তার কি না এমন সকরুণ অনুরোধ।

গিলিয়ানের মুখের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে তুমি গিলিয়ানকে আজও ভালোবাসো। তাকে তুমি উপহারের বন্ধনে আজীবন তোমার কাছে বেঁধে রাখতে চাও। তোমার দেওয়া বেতার যন্ত্রে গান শুনবে গিলিয়ান, গানের শ্রুত আমেজে সে মনে করবে তোমাকে—তোমাকে সে ভুলবে না। আশ্চর্য্য—তোমার অনুবোধ। ভাবতে গিয়ে স্যাটারথওয়েটের মুহূর্তে ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষি বলে মনে হলো। মনে হলো ইস্টসির এভাবে অনুরোধ করাটা উচিত হয়নি। হাজার হোক সে পুরুষ—তার আবেদন পুরুষের মতো হওয়া উচিত ছিল। সেতো অন্য কিছু বলতে পারতো। অনেক কিছুতো এই পৃথিবীতে আরো বলার আছে। তা না বলে কেবল আবেগ মিশ্রিত অনুরোধ সে করেছে—এতো নরম মনের পরিচায়ক। পুরুষের পাশে এই অনুরোধ ঠিক ঠাক যুক্তি যুক্ত নয়। নিজের কাছে ব্যাপারটা তার অতিমাত্রায় ছেলে মানুষ বলে মনে হলো। মুখে তবু কোন কথা বললেন না স্যাটারথওয়েট। কেবল ঘন চোখের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন গিলিয়ানকে।

গিলিয়ান বললে, আজ সে আমার কাছে কি অনুরোধ করেছে জানেন?

স্যাটারথওয়েট তাকালেন।

গিলিয়ান বলতে লাগলো।

সে বলেছে, আজ আমাদের পবিচয়ের সেইদিন, যেদিন আমরা পরস্পরের সঙ্গে প্রথম মিলিত হয়েছিলাম। আজ রাত্রে তার কথা স্মরণ করে আমি যেন বার্ণসের সঙ্গে অন্যত্র কোথাও না যাই। যেন একা আমি আমার ঘরে থাকি। তার দেওয়া বেতার যন্ত্রে গান শুনতে শুনতে, তার কথা ভাবতে ভাবতে পানীয় পান করি। তারপর একসময় আমার দুচোখে আপনা আপনি নেমে আসবে ঘুম—যে ঘুমের তরল মাদকতায় আমি দেখতে পাব তাকে...স্বপ্নের মধ্যে সে মিলিত হবে আমার সঙ্গে।

—আশ্চর্য্য অনুরোধ।

স্যাটারথওয়েট তাকালেন। সেই প্রথম তিনি লক্ষ্য করলেন একটি সুন্দর কাচের পানপাত্র। অবাক হয়ে বললেন—এটি কে দিয়েছে।

—ইস্টসি, সে আজ আমায় তাকে মনে করার জন্য ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছে। —কি সুন্দর দেখুন এই কাঁচের পানপাত্রটা।

স্যাটারথওয়েট দেখলেন। সত্যিই সুন্দর। লম্বাটে ধরনের পাতলা নীল কাঁচের পানপাত্র। মনোরম সেই গ্লাসের কানায় কাঁচের বুব্বুদ সাজানো, দেখে মনে হয়। গ্লাসটার চারদিকে যেন সাবানের ফেনা ছড়ানো আছে। স্যাটারথওয়েট একবার হাতে নিলেন। নাড়াচাড়া করে দেখে বললেন, সত্যি—সুন্দর! কাঁচ-শিল্পীদের এটা একটা অনন্য শিল্প।

কথাটা বলে তিনি গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। তার মনে হলো কি বৈচিত্রময়। একজন যাকে চায় অন্য জন তাকে ফেলে ছুটে যায় আর একজনের দিকে....ত্রিধারা এই—নদীর—মিলনে কেউ কারো সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে মেলাতে পারে না। একজন না একজনকে এই মিলন থেকে সরে যেতেই হয়।

ফিলিপ ইস্টসি কি সরে যাবে....না কি গিলিয়ান।

গিলিয়ান কেন? সেতো বার্ণসের সঙ্গে মিলন উন্মুখ। আর বার্ণস সেও গিলিয়ানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশায় তার মনের দরজাগুলো হাট করে খুলে বসে আছে....তবে? তবে কি ইস্টসির এই সব পুরষ্কারের মধ্যে অন্য কিছু ঘটে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে। ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে স্যাটারথওয়েটের! সে আর ভাবতে পারে না। কেমন যেন সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।

মুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় বন্ধু কুইনের কথা। কুইন....এই মুহূর্তে কুইন কাছে থাকলে সে তাকে কিছু বলতে পারতো। কুইনতো সেই প্রথম দিন ছিল সেই প্রথম দিন, যেদিন স্যাটারথওয়েট বিহ্বল হয়ে উঠেছিল গিলিয়ানের সুন্দর সোনালী চুল দেখে....অপেরা শো। শেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেল মানুষটা। সেতো বলেছিল; এরপর যদি কিছু ঘটে, এসে সেই ঘটনার চরম মুহূর্তে আমি যেন তাকে ডাক দিই...

একদিন কুইনতো এই প্রমোদ উদ্যানে তার মতো আসতো। তারও ছিল একটি নির্দিষ্ট রেস্তঁরা। সে রেস্তঁরাতো তোমার চেনা স্যাটারথওয়েট।

দুচোখের পর্দায় কুইনের হাসি মাথা মুখটা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠে স্পষ্ট যেন তাকে দেখতে পান স্যাটারথওয়েট। মনের মধ্যে এক ক্ষীপ্ত তাড়না অনুভব করলেন।

গিলিয়ানকে কোনরকমে বিদায় দিয়ে স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন সেই পরিচিত রেস্তঁরার দিকে। কুইন এখানে বসতো। নিশ্চই আজও সে তার মতো এসেছে। মনে হয় এসেছে তা না হলে এভাবে নিবিড় আকর্ষণে তার মন তাকে ডাকছে কেন, কাছে পেতে চাইছে কেন।

কাঁচের পুস ডোর ঠেলে রেস্তঁরার ভিতরে ঢুকলেন স্যাটারথওয়েট। বিভ্রান্ত মুখভাব। ধীর পদক্ষেপ। তিনি এক ঝলক টেবিলগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন।

এ তিনি কাকে দেখছেন। কুইনের পরিবর্ত্তে এই মানুষটাকে তো তার দেখার কথা ছিল না। আসলে সবটাই দৈব্য নির্দিষ্ট।

স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন। বসলেন তার মুখোমুখি। সেই অন্ধকারে এই মানুষটাকেও তিনি সেদিন দেখে ছিলেন—সেই উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা।

দু চোখে জ্বলন্ত আগ্নেয় চাউনি।

স্যাটারথওয়েট তার সঙ্গে কথা বলবেন কি ভাবছিলেন। কথা বললে কি ভাবে শুরু করবেন। কিন্তু স্যাটারথওয়েটের সৌভাগ্য তাকে কথা বলা শুরু করতে হলো না, তার আগে সেই কথা বলা শুরু করলেন।

কথা শুরু হলো।

কত কথা। স্যাটারথওয়েট অবাক হয়ে তার কথাগুলো শুনছিলেন। মনে মনে বিস্মিত হচ্ছিলেন মানুষটার বহুমুখী জ্ঞানের প্রাচীন্য দেখে।

যুদ্ধ...বিস্ফোরণ....বিষাক্ত গ্যাসের প্রক্রিয়া নানান বিষয়ে আলোচনা হলো। কথা বলতে বলতে মানুষটার মুখমণ্ডল যেন ঝলসে উঠেছিল। কি ভয়ানক—এতজানে....কি মারাত্মক। স্যাটারথওয়েটকে সে বললো, এক মারাত্মক ধরনের গ্যাসের কথা যা এখনো পৃথিবীর কোথাও কারো উপরে প্রয়োগ করা হয় নি। এই ভয়ানক গ্যাস কি কাঁচের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে যা ভেঙ্গে পড়ে, আর এই গ্যাস যার শরীর স্পর্শ করা যায় তার মধ্যে মুহূর্তে নেমে আসে রক্তশূন্যতা। মৃত্যু অবধারিত।

মানুষটার কথা শোনার পর স্যাটারথওয়েটের কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। তিনি তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন। লোকটা কি বুঝতে পেরেছে তার মনোভাব। দ্রুত কথার প্রসঙ্গ বদলে গেল। শুরু হলো সঙ্গীতের কথা। সঙ্গীতের বিষয়ে যে মানুষটার বিশদ জ্ঞানগম্মি আছে তা জানতেন স্যাটারথওয়েট। তাই তিনি চুপ করে শুনছিলেন কথাগুলো। এলোমেলো কথার মধ্যে সহসা কথা উঠলো ওয়াসবিসের। ওয়াসবিস একজন নামী শিল্পী। তার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য নাকি অতুলনীয়। তার কণ্ঠস্বর একমাত্র ক্যারুসোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ক্যারুসোর কথা শুনেছেন তো যার কণ্ঠস্বরে কাঁচের পেয়ালা ভেঙ্গে গুড়িয়ে যেতো।

ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন স্যাটারথওয়েট। বললেন—এটা ঠিক কথা নয়। যদিও লোকে বলে শুনেছি, তবু আমার মনে হয় ব্যাপারটা একটা গল্প কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

—গল্প কথা। না না, ঘটনাটা বেদবাক্যের মতো সত্যি। আমি। বিশ্বাস কবি এমন হয়। এটা অনুভূতির ব্যাপার।

স্যাটারথওয়েট চুপ করে গেলেন। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। সে একাই নিজের মনে বকে গেল নানান কথা। আসলে মানুষটার মধ্যে আজ যেন কথা বলার নেশা পেয়ে বসেছে। নেশায় না থাকলে কেউ এত কথা বলে! স্যাটারথওয়েট গভীর চোখে লক্ষ্য করছিলেন তাকে। এক সময় সে থামলো। তাকালো হাত ঘড়িটার দিকে। কিছু যেন ভাবলো নিজের মনে। তারপর চকিতে ওঠে দাঁড়িয়ে স্যাটারথওয়েটকে লক্ষ্য করে বললো—কিছু মনে করবেন না, আমার একটু কাজ আছে বলে চলে যেতে হচ্ছে। সত্যি আপনাকে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। বেশ লাগলো, আজকের এই সন্ধ্যায় আমার আপনার মতো একজন কাউকে দরকার ছিল—একটু কথা বলার জন্য। কিন্তু আমার তার সময় নেই, আমাকে উঠতেই হবে।

অবাক দৃষ্টিতে স্যাটারথওয়েট তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। এলোমেলো পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল। স্যাটারথওয়েট লক্ষ্য করলেন এত ব্যস্ততার মধ্যে ও রেস্তঁরার হিসাব মেটাতে ভুল করলো না সে।

সে রেস্তঁরার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যাটারথওয়েটকে যেন এক অলৌকিক মায়াময় অবস্থা ঘিরে ধরলো। নিজেকে নিজের মধ্যে অদ্ভুত চিন্তার জালে জড়িয়ে ফেলতে লাগলেন স্যাটারথওয়েট। মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলো একের পর এক জটিল চিন্তা। সেই কুহকাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে স্যাটারথওয়েট নিজেকেই নিজে অসংখ্য প্রশ্ন করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে প্রমত্ত ভাবনার মধ্যে বেরিয়ে এলেন রেস্তঁরার বাইরে।

অন্ধকার একটা চমৎকার রাত। মাথার ওপর তারকাখচিত নীলাকাশ। মায়াময় স্যাটারথওয়েটের মনে হলো তার পাশে পাশে এই অন্ধকার রাতে কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। তিনি একলা নন। কে তার পাশে। কে তার পাশে এতক্ষণ হয়ে হাঁটছে। তিনি তার উপস্থিতি নিজের মধ্যে টের পাচ্ছেন। তবে কি সে কুইন।

কথাটা মনে হতেই স্যাটারথওয়েট তার নাম ধরে ডাকলেন। শব্দ প্রতিশব্দের মধ্যে প্রতিধ্বনি হলো। তাহলে? স্যাটারথওয়েট ঘুরে তাকালেন। ভালোভাবে লক্ষ্য করলেন। না কেউ নেই। সব ভুল....মায়াময় বিভ্রান্তি। এত করেও স্যাটারথওয়েট কিন্তু তার মন থেকে মায়াময় অবস্থার উন্মাদনা সরাতে পারলেন না। তার মনে হলো কেউ যেন তাকে বলছে, যে মিস্টার কুইন হলে এই অবস্থায় তুমি তাকে কি বলতে। সে কি বলতো তোমায়। বলতো স্যাটারথওয়েট সমস্ত ঘটনার সূত্রতা তোমার হাতে। তুমি শুধু ওই সূত্রকে একের পর এক গ্রথি কবে ঘটনার জালকে সরিয়ে যাও। দেখবে তুমি পেয়ে যাবে এক ভয়াবহ ঘটনার পূর্বাভাস। কি বিশ্বাস হচ্ছে না। তো চেষ্টা করে দেখ স্যাটারথওয়েট তোমার ঘটনার সুতো তোমার হাতে। তুমি কেবল ওই সুতো ধবে টান দিযে যাও।

ভাবতে গিয়ে থমকে গেলেন স্যাটারথওয়েট—ঘটনার সুতো।

—কি সুতো।

পরক্ষণে তার মাথার মধ্যে খেলে গেল অদ্ভুত সব কথা। মনে পড়লো এই সন্ধ্যায় তিনি একটু আগে হঠাৎ ফিলিপ ইস্টসিকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। সে তাকে কি কি বলেছিল, কি কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে। মনে পড়লো সেই কথার মধ্যে গায়ক ওয়াসবীসের নাম, যার কণ্ঠস্বর ক্যারুসোর মতো যে ক্যারুসোর কণ্ঠস্ববে কাঁচেব পেযালা ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায—তবে কি ওয়াসবীসের কণ্ঠস্বরও এমন ধারালো। ওয়াসবীসের কণ্ঠস্বব যদি ঠিক ওরকম ধারালো হয় তাহলে...মুহূর্তে চোখের ওপর ভেসে উঠলো গিলিয়ানের চেহারাটা। দেখতে পেলেন সে বেতার যন্ত্রে ওয়াসবীসের গান শুনছে, হাতে তার সেই পানপাত্র—তবে কি ওই পান পাত্রের মধ্যে কিছু আছে....তবে কি ওই কাঁচের পান পাত্রটাই এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হবে। মুহূর্তে স্যাটারথওয়েটে সমস্ত চেতনা যেন একটু একটু করে অসাড় হয়ে গেল।

তিনি তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে একটা সান্ধ্য পত্রিকা কিনে নিলেন। দ্রুত চোখ বোলালেন রেডিও প্রোগ্রামের উপর। হ্যাঁ তাইতো—আজ রাত দশটা পয়তাল্লিশ মিনিটে ওয়াসবীস বেতারে গান গাইবে। নামের পাশে সাজানো আছে সেইসব বিখ্যাত লোকসঙ্গীতগুলো। বিখ্যাত গোপালকের গান, মাছ ধরার গান, হে ছোট্ট প্রিয় আমার....ওযাসবীসের এই বিখ্যাত গানগুলো আব খানিকবাদে বেতাব যন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

ওযাসবীস—ফিলিপ ইস্টসি...চোখের ওপর মুহূর্তে আবার নতুন করে ভেসে উঠলো ইস্টসির মুখটা। যাকে গিলিয়ান প্রেমিক বলে মনে করে—সে আসলে একটা শয়তান। হায়রে গিলিয়ান, তুমি কি জান না, ফিলিপ ইস্টসি তোমাকে কি সাংঘাতিক পুরস্কার দিয়েছে। কি ভয়ানক ক্রূঢ়, হীন মানুষটা। তুমি তার কথা মতো বেতারে গান শুনবে—ওই গান তোমাকে ভুলিয়ে রাখবে...তুমি তার দেওয়া পানপাত্রে পানীয় পান করবে...আমি জানি তুমি এই সব কিছু করবেই, কারণ তোমাকে সে অনুরোধ করবে এবং তুমি হে সুন্দরী এই সামান্য অনুবোধ রাখতে ভুল করবে না। ভাবনার মধ্যে স্যাটারথওয়েট দেখতে পেলেন গিলিয়ানকে। প্রাণোচ্ছল সেই নারী, পরনে নীল স্কার্ট...দুচোখে আবেশ জড়ানো। হাতে তার সেই কাঁচের পানপাত্র....ভাবতে গিয়ে স্যাটারথওয়েটের মনে হলো ওই কাঁচের পান পাত্রের কানায় যে সাজানো কাঁচের বুদ্‌বুদ্‌গুলো রয়েছে, তারা কেউ খালি নয়...ওই বদ্‌বুদের মধ্যে নিশ্চয়ই লুকানো আছে সেই মারাত্মক ধরনের গ্যাস...যা মুহূর্তে খানখান কবে দেবে ওই কাঁচের পানপাত্রটিকে। কথাটা মনে হওয়া মাত্র স্যাটারথওয়েট বিচলিত হয়ে পড়লেন। দ্রুত তিনি একটা চলন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠে বসলেন।

গিলিয়ানের সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে। যে করেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে। জেনেশুনে তিনি কিছুতেই পাবেন না এমন একটা অবস্থায় চুপচাপ থাকতে।

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বসে নিজের মনে স্যাটারথওয়েট ভালছিলেন ফিলিপ ইস্টসির কথা। ফিলিপ তুমি জানো. তোমার সমস্ত চতুরতা আমি টের পেয়ে গেছি। আমিও এক সময় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। আমিও জানি—বিষাক্ত আর্সেনিকের কথা।

ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কেঁপে ঔঠে স্যাটারথওয়েটের। না, কিছুতেই আমি পারবো না সব জেনে গিলিযানকে এমন একটা অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে।

হাত ঘড়িটা দেখলেন স্যাটারথওয়েট। সাড়ে দশ বেজে গেছে। আরো তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ছোটাবার নির্দেশ দিলেন স্যাটারথওয়েট ট্যাক্সি চালককে।

সময় যত বাড়ছিল, ততোই নিজের মধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন স্যাটারথওয়েট। যে কবেই হোক তাকে ওয়াসবীসের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে পৌঁছতে হবে।

এক সময় ট্যাক্সি এসে থামলো। এই রাস্তায় এর আগে স্যাটারথওয়েট একবার মাত্র এসেছিলেন—সেই প্রথম দিন, গিলিয়ানকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে। আজ আবার। উত্তেজনায় তার শরীর তখন থর থর করে কাঁপছিল। ট্যাক্সি থামা মাত্র এক রকম প্রায় জীবন মরণ অনুভূতির মধ্যে ছিটকে নেমে পড়লেন। চারদিকে শব্দ খেলিয়ে দরজা বন্ধ হলো। দ্রুত পায়ে গিলিয়ানের বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্যাটারথওয়েট। এই কেউ দেখে মুহূর্তে বলবে যে তার বয়স হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক যেন একজন তরুণ স্যাটারথওয়েট। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি টপকে উপর তলায় উঠে এলেন স্যাটারথওয়েট। না, দরজাটা খোলাই। সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুললেন তিনি। ঘরেব ভিতর থেকে মুহূর্তে এক ঝলক নীল আলো উপছে এলো, সাদর অভ্যর্থনা করলো যেন। স্যাটারথওয়েটের কানে এসে পৌঁছাল তদন্তে সুমধুর সংগীত। এই সংগীতের সুর, কলি, তার পরিচিত। রাখালিয়া সংগীতের সুব তার কানে পৌঁছানমাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন স্যাটারথওয়েট। ঘরময় তিনি চোখ বোলালেন। বুঝলেন গিলিয়ান নিশ্চয়ই এখন তার শোবার ঘরে বসে, পায়ে পায়ে স্যাটারথওয়েট এগিয়ে গেলেন তার শোয়ার ঘরের দিকে। দরজাটা খোলাই ছিল।

তার অনুমান ঠিকই। দেখতে পেলেন গিলিয়ান উঁচু একটা চেয়ারে ঘরের কোনে বসে উত্তাপ পোয়াচ্ছে। সংগীতের সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরময়...ধীরে ধীরে শুধু সুর চড়াতে উঠছে...আর এক মুহূর্তও নয়।

অবাক চোখে তার দিকে তাকালো গিলিয়ান। স্যাটারথওয়েট কি পাগল হয়ে গেছে। ওভাবে তার দিকে মানুষটা এগিয়ে আসছে কেন। কি হয়েছে তার।

গিলিয়ানের খুব কাছে এগিয়ে গেলেন স্যাটারথওয়েট। তারপর এক লহমামাত্র। দুহাতে তিনি দৃঢ় ভাবে ধরলেন গিলিয়ানের হাতটা। এবং তাকে একবারে প্রায় মাটিতে ঘসটাতে ঘসটাতে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

উত্তেজনায় কাঁপছে এখন স্যাটারথওয়েটের শরীর। কানে ভেসে আসছে রাখালিয়া গানের চড়া সুর...সুর একটু একটু চড়া মাত্রায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে..কি উদাত্ত কণ্ঠস্বর!

ঘরময় ওই চড়া সুরের শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। প্রতিধ্বনি তুলছিল বুকময় অমন সুরেলা কণ্ঠস্বর যে কোন সংগীত শিল্পীর কাছে যে গৌরবের। তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু ওটা সুর....সুর শুনি....। গিলিয়ানকে দুহাতের মধ্যে নিবিড় ভাবে আবদ্ধ করে অপেক্ষা করছিলেন স্যাটারথওয়েট। সুরেলা ওই রাখালিয়া গানের সুর একটু একটু করে চড়া মাত্রায় উঠে যাচ্ছিল...তারপর একসময় চরমে....দারুণ সেই সুরেলা সুর ধ্বনি। ওই সুরের ধ্বনি বাতাসের শূন্যতায় মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে শোনা গেল অন্য এক শব্দ...শব্দে কাঁচ ভাঙ্গ ার ঝনঝনাঝন শব্দের প্রতিধ্বনি। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ কানে আসতেই ঘরের ভিতরে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো গিলিয়ান।

একটা বিড়াল চকিতে খোলা দরজা দিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে। গিলিয়ানকে পিছন থেকে উত্তেজনায় হাত চেপে ধরলেন স্যাটারথওয়েট।

থমকে গেলো গিলিয়ান।

উত্তেজিত ঘন স্বরে জড়িত গলায় স্যাটারথওয়েট তার দিকে তাকিয়ে বললেন—এখন তুমি ঘরের মধ্যে যেও না গিলিয়ান। তুমি জান না কি ভয়ঙ্কর ওই বস্তু.... কোন গন্ধ নেই, কেবল সামান্য স্পর্শ যা, তারপর ভয়ানক হিমশীতল মৃত্যু....পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত ওই বস্তুটি কারো উপর কিনও পরীক্ষীত হয় নি—।

কেউ জানে না কি ভয়ানক এর গুনাগুন....প্রতিক্রিয়া..... কেউ না।

এলোমেলো ভাবে স্যাটারথওয়েট তারপর বলতে লাগলেন ফিলিপ ইস্টসির সঙ্গে তার সান্ধ্য সাক্ষাৎকারের কথোপকথন।